শিক্ষা ও কোচিং বাণিজ্য

সোলায়মান মোহাম্মদ

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকলে তার এমপিও স্থগিত বা বাতিলসহ সাময়িক বা চূড়ান্তভাবে খারিজ হওয়ার কথা। কিন্তু এই নীতিমালা শুধু কাগজে-কলমেই রয়েছে। শিক্ষকরা কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। স্কুলের আশপাশে সকাল-বিকেলে তাকালেই যার প্রমাণ মেলে।

শিক্ষকরা নানা যুক্তি উত্থাপন করেন– কোচিংয়ে তো শিক্ষার্থীদের পড়ানোই হয়, সেখানে তো আর তাদেরকে খারাপ কিছু শেখানো হয় না কিংবা শ্রেণিকক্ষে সব পড়ানোর সময় কোথায়? একটি শ্রেণিতে কম করে হলেও এক থেকে দেড়শ' শিক্ষার্থী থাকে। সুতরাং সেখানে সবার পড়া নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ৪৫ থেকে ৫০ মিনিটের পাঠদানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়, নৈতিক শিক্ষা ও পড়া দেওয়া সব মিলিয়ে পড়া নেওয়ার সময় থাকে না। আবার দেখা যায়, একটি শ্রেণিতে সব শিক্ষার্থীর মেধা একরকম নয়। সুতরাং তাদের আলাদা না পড়ালে তারা ফেল করবেই। অভিভাবকরা যখন বারবার শিক্ষকদের অনুরোধ করেন তাদের ছেলেমেয়েকে পড়ানোর জন্য, তখন শিক্ষকদের 'না পড়িয়ে উপায় থাকে না ইত্যাদি। তারা এ যুক্তিও দেখান, বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিনিসপত্রের যে দাম্ তাতে একজন মানুষের অবশ্যই দরকার। পাশাপাশি টাকা না হলে ছেলেমেয়ে নিয়ে চলা দুষ্কর। এই যখন অবস্থা, তখন একজন শিক্ষকের কোচিং না করে উপায় কী? শিক্ষকের কাছে যখন এসব কথা শুনি তখন ভাবি, তারা তো তাহলে ঠিকই আছেন।

শিক্ষকরা অতিরিক্ত টাকা আয়ের চিন্তায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে চরমভাবে গাফিলতি করেন। কোচিংয়ের নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন মোটা অঙ্কের টাকা। বিভিন্ন নোট বা পরীক্ষায় অনৈতিকভাবে পাস করিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কোচিংয়ের দিকে ধাবিত করেন

একজন শিক্ষক যে বেতন পান, তা দিয়ে সংসার চালানো যায় কি-না। সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে কম বেতনের পেশা হলো শিক্ষকতার পেশা। অনেক শিক্ষক রয়েছেন যাদের স্কুল থেকে নিয়োগ দেওয়া হলেও এমপিও হয়নি। বছরের পর বছর বিনা বেতনে শিক্ষার্থীদের পরম দরদে মানুষ করছেন।

সমাজে শিক্ষকদের সম্মান আছে, সম্মান সরকার কেন এমন ঢাকঢোল পিটিয়ে আইন করে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করছে! আসলে শিক্ষকরা অতিরিক্ত টাকা আয়ের চিন্তায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে চরমভাবে গাফিলতি করেন। কোচিংয়ের নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন মোটা অঙ্কের টাকা। বিভিন্ন নোট বা পরীক্ষায় অনৈতিকভাবে পাস করিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কোচিংয়ের দিকে ধাবিত করেন। একটি শ্রেণিতে সবাই এক রকম মেধাবী হবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাই শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ভাগে পড়াতে হবে। তারপরও যদি দুর্বল শিক্ষার্থী থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন অনুযায়ী পুরো স্কুলেই সামগ্রিকভাবে অতিরিক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই অতিরিক্ত পাঠদানের জন্য প্রতি বিষয়ে ১৫০ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৩শ' টাকা পর্যন্ত নেওয়া যাবে। অনেক ক্ষেত্রেই কিছু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তাদের কাছে কোচিং বা প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় কম নম্বর বা বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। যদিও তারা বলে থাকেন, শ্রেণিকক্ষে অনেক ছাত্রছাত্রী থাকে; তাই পড়াতে সমস্যা হয়। এ জন্যই প্রাইভেট পড়ানো হয়; কিন্তু তাদের কোচিং বা প্রাইভেটেও একসঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীকেই পড়ানো হয়ে থাকে। কোচিং পড়ার নাম করে অনেক মেয়ে শিক্ষার্থী ছেলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং জড়িয়েও যায়। ফলে অনেক শিক্ষার্থীই লেখাপড়া শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে।

গাজীপুর, ঢাকা